শিক্ষাই আলো
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২৮ বর্ষ ২৩তম সংখ্যা

১৭ পৌষ ১৪২১, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাবিতে বিজয় দিবস উদযাপিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য আতস বাজি প্রদর্শনীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে ফানুস উড়িয়ে, আনন্দ উল্লাস করে বিজয় উৎসবের সূচনা হয়। মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ প্রধান প্রধান ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৭:০০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৭টা ১৫মিনিটে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

সন্ধ্যা ৬টায় সংগীত বিভাগ, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রের পরিবেশনায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ-এর উদ্যোগে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পোস্টার প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বেলা ১১টায় টিএসসি প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লিং ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে একটি সাইকেল র‌্যালি বের করা হয়। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 'সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও আলোকচিত্র নিয়ে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

এছাড়া, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয় একাত্তর হল

মহান বিজয় দিবসে বিজয় একাত্তর হলের ক্যারিয়ার এন্ড কাউন্সেলিং সেন্টার এবং জিমন্যাসিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামালউদ্দীন।

পারমাণবিক ও মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বাংলাদেশ-সার্ন কর্মশালা

ঢাবি বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে পারমাণবিক ও মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বাংলাদেশ-সার্ন (ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ) কর্মশালা ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (সিএআরএস)-এ অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে তিনদিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এবং অধ্যাপক ড. এ এম হারুন-অর-রশিদ সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক শামীমা কে চৌধুরী আহবায়ক হিসাবে কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। কর্মশালায় বাংলাদেশী পদার্থবিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সার্ন ও ভারত থেকে আগত পদার্থবিজ্ঞানী এবং গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় আগত দেশী-বিদেশী পদার্থবিজ্ঞানী ও পরমাণু গবেষকদের স্বাগত জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ও তাত্ত্বিক উন্নয়নের জন্য এ বিষয়ে গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান সার্ন এবং বাংলাদেশ সরকার একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা-সার্ন এ গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে, যা তাদের পেশাগত উৎকর্ষতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখবে।

অবসরপ্রাপ্ত ৩৫ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ২০১৩-২০১৪ সালে অবসরপ্রাপ্ত ৩৫ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ও

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সমাননা পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ দীর্ঘ কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিজয়ের মাসে ৩০ লক্ষ শহীদ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত শহীদ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা, দিক-নির্দেশনা ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের আলোকিত করেছে, তেমনি ভবিষ্যতেও তাঁদের দ্বারা আলোকিত হবে দেশ ও সমাজ। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁরা যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতি অবশ্যই স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন, একজন অধ্যাপক কখনো অবসর গ্রহণ করেন না। তাঁরা সাহস, সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম, মেধা ও দক্ষতা দিয়ে আজীবন সমাজ ও জাতিকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন, আপনারাও তা অব্যাহত রাখবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বহু মত, বহু চিন্তা ধারণ করেন, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ এবং জাতির সংকটে তাঁরা একাত্ম এবং ঐক্যবোধের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এই দৃষ্টান্ত পাথেয় করে ঢাকা বিশ্ব্যিালয় সামনে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন (ইংরেজি বিভাগ), অধ্যাপক মিসেস নাফিসা জামান (ইংরেজি বিভাগ), অধ্যাপক মিসেস হোসনে আরা আলম (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল (ইতিহাস বিভাগ), অধ্যাপক ড. শামীম ফেরদৌস করিম (এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ), * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তারেক জিয়ার মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ঢাবি শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্প্রতি এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, "আমরা অত্যন্ত বিরক্তির সাথে লক্ষ্য করছি যে, সাম্প্রতিককালে তারেক জিয়া চিকিৎসার নামে লন্ডনে বসে জাতির জনক ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী শক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে যাচ্ছে। তার নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মুক্তিযুদ্ধের আর্দশ ও দর্শনকে মুছে ফেলার অপতৎপরতায় লিপ্ত বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমরা এই ঘৃণ্য অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা জানাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা, জাতির জনককে কলঙ্কিত করা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি।

"দি গ্রেট ওয়ার এন্ড ইংলিশ স্টাডিজ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাবি ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে "দি গ্রেট ওয়ার এন্ড ইংলিশ স্টাডিজ" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনস্থ অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট ডব্লিউ গিবসন সিএমজি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক তাহমিনা আহমেদ অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ফকরুল আলম এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক কায়সার হক সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও এর পরিণাম সম্পর্কে অধিকহারে মানুষকে জানাতে হবে, যেন ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও উন্নত পৃথিবী উপহার দিতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান উপাচার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক।

ঢাবি ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে "দি গ্রেট ওয়ার এন্ড ইংলিশ স্টাডিজ" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনস্থ অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট ডব্লিউ গিবসন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত ৩৫ জন শিক্ষক

* প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক মিসেস পারভীন হক (মনোবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. মোকসেদ আলী হাওলাদার (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ), অধ্যাপক ড. যদু লাল কর্মকার (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. আবুল হাসান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. আমেনা বেগম (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মকবুলুর রহমান (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. খোরশেদ আহমেদ কবির (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ), অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন (রসায়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. এত্‌মিনা আহমেদ (রসায়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম (রসায়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক শাহ (মার্কেটিং বিভাগ), অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান খান (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ),অধ্যাপক ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ), অধ্যাপক মাহবুব আহমেদ (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজি বিভাগ), অধ্যাপক মিসেস ফরিদা বেগম (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজি বিভাগ), অধ্যাপক ড. বরকত-এ-খোদা (অর্থনীতি বিভাগ), অধ্যাপক আবু আহমেদ (অর্থনীতি বিভাগ),অধ্যাপক ড. মো. মোখলেছুর রহমান (গণিত বিভাগ), অধ্যাপক সাজেদা বানু (গণিত বিভাগ), অধ্যাপক ড. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খান (লোকপ্রশাসন বিভাগ), অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ), অধ্যাপক মো. রমজুল হক (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল আলম (শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ), অধ্যাপক ড. নাজমুল হাসান (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. এ এম এম মোকাররম হোসেন (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট) এবং মরহুম অধ্যাপক ড. মিয়া মো. আব্দুল কুদ্দুস (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)।

সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মো. রমজুল হক, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এত্‌মিনা আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান খান, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. বরকত-এ-খোদা, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. যদু লাল কর্মকার, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল হাসান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবু আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া।

ঢাবি-এ ‘কর্ণেল মালেক স্বর্ণপদক প্রবর্তন’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘কর্ণেল মালেক স্বর্ণপদক’ প্রবর্তন করা হয়েছে। এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়াত কর্ণেল (অব:) আবদুল মালেকের মেয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক রুবিনা মালেক ৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদা আকতার, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আব্বাস আলী খান এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বিবিএ ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে ‘কর্ণেল মালেক স্বর্ণপদক’ প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য অধ্যাপক রুবিনা মালেককে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের ফলে ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত কর্ণেল (অব:) আবদুল মালেক ১৯৩৪ সালের ১ মার্চ মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের টেক্সটাইল মন্ত্রী এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০০ সালের ১৬ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯ জানুয়ারি দর্শন বিভাগের ৭ম পুনর্মিলনী

ঢাবি দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের ৭ম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আগামী ৯ জানুয়ারি ২০১৫ সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪৫ থেকে ২০১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন। অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা- দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মোবাইল নম্বর ০১৭১৬-৬৫৪৭৬৩ অথবা ০১৭১৩-০৭৮৫৯৮।

ফজলুল হক হলের হীরক জয়ন্তী উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক মুসলিম হলের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘হীরক জয়ন্তী’ উৎসব উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতিমূলক সভা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শনিবার বিকাল ৪টায় হল মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সকল অ্যালামনাইদের (প্রাক্তন গ্রাজুয়েট) উপস্থিত থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. হারুনুর রশিদ বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম -এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনকারী বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম (৬০)-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গতকাল শনিবার রাত ২টায় যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের কুইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এক শোকবাণীতে আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, পাটের জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন সংক্রান্ত গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে সোনালী আঁশের সুদিন ফেরানোর স্বপ্ন দেখিয়েছেন বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম। ড. মাকসুদুল আলম একজন বাংলাদেশী জিনতত্ত্ববিদ। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সফলভাবে উন্মোচিত হয় পাটের জিন নকশা। ২০১০ সালের ১৬ জুন সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়া হয়। অসামান্য অবদানের জন্য তিনি মানুষের কাছে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, মাকসুদুল আলম ফরিদপুরে ১৯৫৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা দলিলউদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) একজন কর্মকর্তা এবং তার মা লিরিয়ান আহমেদ ছিলেন একজন সমাজকর্মী ও শিক্ষিকা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার পিতা শহীদ হন। স্বাধীনতার পর তিনি চলে যান রাশিয়ায়। সেখানে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে অণুপ্রাণবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পরে জার্মানিতে বিখ্যাত ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৮৭ সালে প্রাণরসায়নে পুনরায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের জিন আবিষ্কার করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ড. মাকসুদুল সর্বশেষ হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন বাই প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অধ্যাপক এম এ আজিজ -এর মৃত্যুতে উপাচার্যর শোক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এম এ আজিজ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এম এ আজিজ একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সচেতন ও বিদগ্ধ শিক্ষক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উলেখ্য, অধ্যাপক এম এ আজিজ গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ বুধবার মৃত্যুবরণ করেন।

ঢাবি ৩য় জাতীয় ছায়া জাতিসংঘ সংসদ সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড ন্যাশন্স এসোসিয়েশন (ডিইউমুনা)-এর উদ্যোগে ৩য় জাতীয় ছায়া জাতিসংঘ সংসদ সম্মেলন গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে চার দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক আর্জেন্টিনা মাতাভেল পিসিন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি এবং ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল এফেয়ার্স-এর কাউন্সেলর চেন চুং, ঢাবি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (ইউএনআইসি)-এর অফিসার-ইন-চার্জ মো: মনিরুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যা বিশ্ব শান্তি এবং মানবাধিকার রক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানান। একই সাথে উপাচার্য তাঁদের স্বীয় দায়িত্ব সূচারুভাবে সম্পাদনের জন্য জাতিসংঘের কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

মবিলাইজিং ইউথ টু কমব্যাট ড্রাগস্ ফর এ হেলথি লাইফ স্টাইল শীর্ষক সেমিনার

ইউনাইটেড ন্যাশন্স অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইমস (ইউএনওডিসি), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকাস্থ ইউনাইটেড ন্যাশন্স ইনফরমেশনস্ সেন্টার (ইউএনআইসি)--এর সহযোগিতায় ঢাবি গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ “মবিলাইজিং ইউথ টু কমব্যাট ড্রাগস্ ফর এ হেলথি লাইফ স্টাইল” শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউএনওডিসি-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্স অফিস ইন ভিয়েনা (ইউএনওভি)-এর মহাপরিচালক ইউরি ফেডোটভ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো: মোজাম্মেল হক খান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব শহিদুল হক সেমিনারে গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনওডিসি-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্স অফিস ইন ভিয়েনা (ইউএনওভি)-এর মহাপরিচালক ইউরি ফেডোটভ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশের তরুণ তথা যুব সমাজ দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান। মাদক মুক্ত দেশ গড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি আদর্শ দেশ হিসেবে পরিচিত করতে যুব সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তৃতায় যুব সমাজকে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য পরিহার করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সুনাগরিক হিসাবে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ব্রেকথ্রু ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটিজিস ফর ইমপ্রুভিং অর্গানাইজেশনাল পারফরমেন্স এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

জাপানের অধ্যাপক

জাপানের চিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের অধ্যাপক ড. মাসামী ইশিবাশি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, তাঁরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যক্রম একে অপরকে অবহিত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য জাপানি অধ্যাপককে ধন্যবাদ জানান।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদল

রাশিয়ার রোসাটোম কর্পোরেশন কোম্পানীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ড. এলেক্সি ডিপনোমারেনকো'র নেতৃত্বে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হলেন- ঢাকাস্থ রাশিয়ার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক আলেক্সান্ডার পি. ডেমিন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খোরশেদ আহমেদ কবির এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদলের নেতা উপাচার্যকে রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তরুণ শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য সে দেশে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে বলেও তাঁরা জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ

ব্রিটেনের ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়র্ক ম্যানেজমেন্ট স্কুলের একাউন্টিং এন্ড ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক ড. কিথ এন্ডারসন গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

জাপানের চিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের অধ্যাপক ড. মাসামী ইশিবাশি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

কলকাতাস্থ ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইকোট্রন সেন্টার-এর ডিএ ই রাজারামান্না ফেলো মি. অমিত রায় গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

রাশিয়ার রোসাটোম কর্পোরেশন কোম্পানীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ড. এলেক্সি ডিপনোমারেনকো'র নেতৃত্বে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

ব্রিটেনের ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়র্ক ম্যানেজমেন্ট স্কুলের একাউন্টিং এন্ড ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক ড. কিথ এন্ডারসন গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

'অধ্যাপক ডা. মো: দেলোয়ার হোসেন ও রায়হানা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 'অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ও রায়হানা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার একটি চেক গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী ১জন ছাত্র এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী ১জন ছাত্রীকে 'অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ও রায়হানা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন ১৯৩৭ সালের ২৯ জানুয়ারি গোপালগঞ্জের পাইককান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান স্বাস্থ্য বিভাগে যোগদান করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের লিভারপুর ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ডা. হোসেন দেশে অনেক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ক্লিনিক ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মিরপুর বঙ্গবন্ধু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিশিষ্ট সমাজ সেবক, লেখক ও জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে তিনি সুপরিচিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমানের দাদা।

বিটিভি আয়োজিত ক্যাম্পাস তারকা'র গ্র্যান্ড ফাইনালে বিজয়ী (১ম সারির বাঁ থেকে) ২য় রানার আপ পার্থ প্রতিম মিত্র, চ্যাম্পিয়ন সারোয়ার হোসেন সোহেল, ১ম রানার আপ প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য্য। (২য় সারির বাঁ থেকে) প্রধান সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান, বিচারক শিল্পী ফরিদা পারভীন, সংগতি পরিচালক আলাউদ্দিন আলী, শিল্পী সুবির নন্দী ও উপস্থাপক কাজী মমরেজ মাহমুদ।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঢাবি 'ক্যাম্পাস তারকা' জয়

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল 'ক্যাম্পাস তারকা' প্রতিযোগিতা। আধুনিক গান, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, অভিনয়, নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত বিষয়ে সারাদেশের মোট ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনীত ১৪৪জন প্রতিযোগী ক্যাম্পাস তারকার এই মঞ্চে অংশ নিয়েছে তারকা লড়াইয়ে। সেখান থেকে ২৭ জন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৪ জন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ৬ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করেছে। চ্যাম্পিয়ন-রানার আপ ছাড়াও লোকসংগীতে জসিমউদ্দিন ২য় এবং মৃদুলা সমদ্দার আধুনিক গানে ২য় স্থান অর্জন করে। অভিনয়ে ১ম স্থান অর্জন করে সেরা হয়েছে সুমাইয়া বুলবুল এবং গিটার বাজিয়ে যন্ত্রসংগীতের সেরা তিনের একজন হবার গৌরব অর্জন করেছে মোঃ আসিফ হোসেন।

গত ১৩ ডিসেম্বর শেষ হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 'ক্যাম্পাস তারকা'র চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। খুব শিঘ্রই বিজয়ী ক্যাম্পাস তারকাকে বিটিভি কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করবে। দেশ বরেণ্য সংগীত শিল্পী সুবীর নন্দী, ফরিদা পারভীন এবং সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী-সহ অসংখ্য দর্শক হৃদয় জয় করে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এ বছরের 'ক্যাম্পাস তারকা'র মুকুট অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী সারোয়ার হোসেন সোহেল। ক্যাম্পাস তারকার ২য় রানার আপ-এর মুকুটটিও দখল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী পার্থ প্রতীম মিত্র।

ঢাবি রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান-এর প্রস্তাবনায় ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'প্রাণতরঙ্গ' নামে প্রথম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। চলমান ছিল ২০০১ সাল পর্যন্ত। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে 'ক্যাম্পাস তারকা' নামে আবারো শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দ রেজাউর রহমান অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক বেজার উপহার দেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ মঙ্গলবার টিএসসি প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লিং ক্লাব আয়োজিত বিজয় র‍্যালি উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

ঢাবি উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে "বয়েজ এন্ড মেন এনগেইজমেন্ট ট্যু রিডিউজ জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স" শীর্ষক এক কর্মশালা গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তারিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসাবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন গেস্ট অব অনার এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সামিনা আল জাওয়ানী বিশেষ অতিথি হিসাবে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঢাবি উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন তানিয়া হক অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সিনেট জিব্রেগিজেনভার এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

কোরিয়ান সংগীতানুষ্ঠান

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে এম্বেসি অব দি রিপাবলিক অব কোরিয়ার উদ্যোগে দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪১তম বার্ষিকী উপলক্ষে "Charm of Korea VI" শীর্ষক এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই সংগীতানুষ্ঠানে কোরিয়ার বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক, সংগীত রচয়িতা ও পিয়ানো বাদক লিম ডং চেং (Lim Dong Chang) এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে পার্ক সুং হি (Park Sung Hee), মারো এবং পারা (Marro & Para) এবং নোরেউম মাচি (Noreum Machi) বাদক দল বর্ণাঢ্য সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে বন্ধুত্বের সম্পর্কের নির্দশনস্বরূপ সম্মিলিতভাবে সকল শিল্পীরা পরিবেশন করেন 'আমি বাংলার গান গাই' শীর্ষক গানটি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ইয়ুন ইয়ং উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বিনিময়ের অংশ হিসাবে ১৭, ১৮ ও ২০ ডিসেম্বর তিন দিনব্যাপী ঢাকা ও চট্টগ্রামে 'চার্ম অব কোরিয়া' শিরোনামের অনুষ্ঠান চলে। ১৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ইয়ুন ইয়ং এর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম অনুষ্ঠান। এরই অংশ হিসাবে গত ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ অনুষ্ঠান।

শেষ হল ৬ষ্ঠ জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ হল ৬ষ্ঠ জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড-২০১৪। গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাজেদা বানু, অলিম্পিয়াডের আহ্বায়ক অধ্যাপক মুনিবুর রহমান চৌধুরী, চূড়ান্ত পর্বের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। পরে অতিথি, আয়োজক ও প্রতিযোগিদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, যিনি সফল তিনি গণিত জানেন। আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তার সবকিছু সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। নতুন প্রজন্মকে গণিতে আগ্রহী করার এবং গণিত ভীতি দূর করার জন্য এ ধরনের অলিম্পিয়াডের প্রয়োজন আছে বলে তিনি এর ধারাবাহিকতা রক্ষার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের তরুণেরা গণিতে বিশ্ব জয় করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চূড়ান্ত পর্বে দেশের ছয়টি অঞ্চলের বিজয়ী ১০জন করে সর্বমোট ৬০জন অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সেরা দশজনকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ী করা হয়। সেরা দশজন হলেন, প্রথম সাইফুল ইসলাম (ঢাবি), দ্বিতীয় মো. তৈয়বুর রহমান (খুবি), তৃতীয় শিহাব আহমেদ (বুয়েট), চতুর্থ ডিএস জুনায়েদ কামাল নিবিড় (ঢাবি), পঞ্চম ইমতিয়াজ মোস্তাফিজ (বুয়েট), ষষ্ঠ আহমেদ নাজিম উদ্দিন, সপ্তম মো. তরিকুল ইসলাম (উত্তরা ইউনিভার্সিটি), অষ্টম মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (যশোর এমএম কলেজ), নবম নাসিম ইকতেদার তৃপ্ত (বুয়েট) এবং দশম মো. লেনিন চৌধুরী।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আজিজ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

১৩০জন শিক্ষার্থী পেলেন 'সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ বৃত্তি'

ঢাবি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ১৩টি বিভাগের ১৩০জন শিক্ষার্থী 'সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আগামী দিনের বাংলাদেশকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। তথ্য প্রযুক্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, নতুন সেশন থেকে ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ কেনার জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। উপাচার্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাতৃভূমি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না।

উল্লেখ্য, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত প্রত্যেক বিভাগের ১০জন অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রথমবারের মতো এই বৃত্তি প্রদান করা হলো।

'বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া স্বর্ণপদক প্রবর্তন'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগে 'বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া স্বর্ণপদক প্রবর্তন' করা হয়েছে। এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়ার মেয়ে সংঘমিত্রা বড়ুয়া মানসী ৪ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে 'বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দাতা পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন, এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের ফলে পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার ডেমশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রয়াত ডা. গণেশ চন্দ্র বড়ুয়া ও প্রয়াত বুদ্ধিমতি বড়ুয়ার তৃতীয় সন্তান। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক বড়ুয়া ২০০৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

ঢাবি এবং ক্যাটালিস্টের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগে 'কৃষি সাংবাদিকতা' বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালুর লক্ষ্যে ঢাবি এবং কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ক্যাটালিস্টের মধ্যে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাবি'র কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং ক্যাটালিস্টের জেনারেল ম্যানেজার মার্কাস এহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প 'ক্যাটালিস্ট' টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগে 'কৃষি সাংবাদিকতা' বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালুর ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া, এই দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করবে এবং একাডেমিক তথ্য, গবেষণা উপাত্ত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

অফিসার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দ

ঢাবি অফিসার্স এসোসিয়েশন নির্বাচনে সৈয়দ আলী আকবর সভাপতি এবং মো. রমিজ উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাবি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন।

নির্বাচিত অন্য প্রতিনিধিরা হলেন: সহ-সভাপতি- মো. আবদুল হামিদ ও এ কে এম আফজালুল হক, কোষাধ্যক্ষ- মো.নাজিম উদ্দিন মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মির্জা সামসুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মুসলিম মিঞা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ মনির হোসেন, দফতর সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন, মহিলা সম্পাদক ডা. হাফেজা জামান, সদস্য- মো. আবুল কালাম আজাদ, আবুল হাসানাত মোল্লা, মো. মনিরুল ইসলাম, কবির আহম্মদ চৌধুরী, মো. ওসমান গণি ভূইয়া, শামীম আরা, বিপুল কুমার সাহা, এ এক এম বশীর, মো. শফিকুর রহমান এবং মো. এমদাদুল ইসলাম।

'ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের নাম পরিবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিরিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত 'ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন নাম ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), সহকারী সম্পাদক: আনোয়ারুল আজিম, প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।